বুধবার রাতে প্রশ্ন ফাঁস : বৃহস্পতিবার তাতেই পরীক্ষা

যুগান্তর রিপোর্ট

জেএসসির পর এবার ফাঁস হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্ন।

ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রে বৃহস্পতিবার নেয়া হয়েছে বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা। এর আগে বুধবার এই পরীক্ষা শুরু হয়। ওইদিন ছিল গণিত বিষয়ের পরীক্ষা। সেই পরীক্ষার প্রশ্নও ফাঁস হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিভাবকরা জানান, শুধু গণিত আর বাংলাই নয়, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার সব বিষয়ের প্রশ্নই ফাঁস হয়ে গেছে। সংঘবদ্ধ একটি সিন্ডিকেট চড়া দামে ওই প্রশ্নপত্র বিক্রি করে আসছে। এদিকে পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় ঢাকাসহ সারা দেশে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর মাঠপ্রশাসন ও প্রশ্ন না পাওয়া অভিভাবকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ডা. আফছারুল আমিন বিকাল পৌনে ৪টায় পরীক্ষা বাতিল করার নির্দেশ দেন। তবে বিকাল ৫টা পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ। এ ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে ৭ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

এর আগে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই এ নিয়ে মন্ত্রণালয়ে দফায় দফায় বৈঠক হয়। সেখানে তলব করে আনা হয় ময়মনসিংহ থেকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির (নেপ) মহাপরিচালক নাজমুল হাসান খান এবং ডিপিই মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষকে। বিকাল ৫টায় এ রিপোর্ট লেখাকালে তাদের নিয়ে প্রাথমিক সচিব কাজী আখতার হোসেন বৈঠক করছিলেন। দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, যদিও মন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে, তারপরও পরীক্ষা

পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

পরীক্ষা : তাতেই বৃহস্পতিবার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাতিল করা হবে কিনা— এ প্রশ্নে তারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে রয়েছেন। দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি বুধবারই অবহিত হন মন্ত্রণালয় এবং ডিপিই মহাপরিচালক। বুধবার পরীক্ষা চলাকালে দিনাজপুরে 'মাসুদ একাডেমি' নামে কোচিং সেন্টারের পরিচালক মাসুদ রানা গ্রেফতার ও তার কাছ থেকে পাওয়া গণিতের মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিল পাওয়া, সাতক্ষীরায় চার তরুণ গ্রেফতার হওয়া ছাড়াও ময়মনসিংহ, পঞ্চগড় ও ঢাকা এবং ঢাকার আশপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে ডিপিইকে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়ে অবহিত করা হয়। এর বাইরে বুধবার রাত ১১টার দিকে একজন সচেতন অভিভাবকের পক্ষ থেকেও ডিপিই মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত ই-মেইলে বৃহস্পতিবারের বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে ই-মেইলে পাওয়া সেই প্রশ্নপত্র নিয়েই মন্ত্রণালয়ে প্রথমে বৈঠক বসে। এর আগে নেপের মহাপরিচালককেও ঢাকায় তলব করা হয়। পরীক্ষা শুরুর পর মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে ফাঁস হওয়া প্রশ্নের মিল পাওয়ার পর আলোচনা শুরু হয় পরীক্ষা বাতিল করা হবে কিনা— এ নিয়ে। সূত্র জানায়, বিকল্প প্রশ্ন হাতে না থাকা, পরীক্ষা বাতিলের পর নতুন প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপা, বিতরণে বিপুল সময় ও অর্থের প্রয়োজনীয়তা, পরীক্ষা শেষ করে ডিসেম্বরের মধ্যে ফলপ্রকাশের চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি নানা যুক্তি সামনে এনে পরীক্ষা বাতিল করা না করার ব্যাপারেও দ্বিধাদ্বন্দ্ব শুরু হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সচিবের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এ নিয়ে বৈঠক চলছিল।

জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ডা. আফছারুল আমিন চরম হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, 'শিশুদের পরীক্ষার প্রশ্নও যদি ফাঁস হয়ে যায়, তাহলে আমরা যাব কোথায়? প্রাথমিকে গত ৫ বছরের অর্জন এ ধরনের ছোটখাটো ঘটনা ম্লান করে দিচ্ছে।'

ডিপিই মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, বাংলা পরীক্ষার আগের রাতে কথিত যে প্রশ্নপত্র তিনি পেয়েছেন, তার সঙ্গে মূল প্রশ্নপত্র প্রায় সবই মিলে গেছে। এখন এই অবস্থায় কি করণীয় তার নির্দেশনা চেয়েছেন তিনি মন্ত্রণালয়ে। বিকাল ৫টা পর্যন্ত কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত না পাওয়ার কথা জানান তিনি।

এই পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন ও সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান নেপের মহাপরিচালক নাজমুল হাসান খান বলেন, পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে— এমনটিই মনে হচ্ছে। কিন্তু এই অবস্থায় পরীক্ষা বাতিল করাটা কতটা বাস্তবসম্মত হবে, সেটা ভাবনার বিষয়। কেননা, যে অল্প সময়, তাতে প্রশ্ন ছাপিয়ে ফের পরীক্ষা নেয়া অনেক কঠিন। তাছাড়া এ ধরনের একটি পরীক্ষার প্রশ্ন ছাপানোও অনেক ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। তারপরও কি করণীয়, তা ভেবে দেখা হচ্ছে।

এদিকে রোববার ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা। ইতিমধ্যে এই বিষয়ের প্রশ্নের নামে কথিত প্রশ্নপত্র বাজারে বিক্রি হচ্ছে। ঢাকার বিভিন্ন পেশাদার কোচিং সেন্টারগুলো থেকে প্রশ্ন বিলাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসবের মধ্যে 'ই', 'প্র', আজিমপুর কবরস্থানের সামনের একটি কোচিং সেন্টার ইত্যাদি অন্যতম।

এর আগে জেএসসির বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষ করে ইংরেজির প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি অনেকটা নিশ্চিত হওয়া গেছে। যদিও এই পরীক্ষার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। এমনকি বিষয়টি তদন্তে মন্ত্রণালয় ন্যূনতম তদন্ত কমিটি পর্যন্ত গঠন করেনি। তবে ঢাকা বোর্ড অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের একটি অভ্যন্তরীণ কমিটি গঠন করেছে।

তদন্ত কমিটি : প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আশরাফুল ইসলামকে প্রধান করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে সাত কার্যদিবসের মধ্যে প্রাথমিক প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। ডিপিই মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ জানান, কোন উৎস থেকে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। কারা, কিভাবে ফাঁস করল তা জানার চেষ্টা চলছে। প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করতে তদন্ত কমিটিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।